যায়যায়দিন

তারিখ 11 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ফখরুল ইসলাম

কমিউনিকেটিভ ইংরেজি শিক্ষাদানের বেহাল অবস্থা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানে 'কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং' (সিএলটি) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু বাংলাদেশে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এবং বৃটিশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পাচ বছর মেয়াদি ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান উন্নতি প্রকল্প (ইএলটিআইপি) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অধীনে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক বদলে দিয়েছে। কিন্তু নতুন পদ্ধতি চালু করার আগে সেগুলো পড়ানোর জন্য ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা হয়নি। ফলে নতুন পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পড়ানোর মতো মান সম্মত শিক্ষকের অভাব দেশে রয়েছে। এ কারণে পাবলিক পরীক্ষায় ইংজিতে ভালো রেজাল্ট হচ্ছে না।

বৃটিশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পে আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যক ইংরেজি শিক্ষক তৈরি করতে পারিনি। ২০০২ সালের জুন মাসে বৃটিশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান উন্নতি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ১২ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে মাত্র সাড়ে চার হাজার শিক্ষককে। দেশের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৪৫ হাজার ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, তবে সরকারি কলেজের মাত্র ১২ জন শিক্ষককে 'নিবিড় প্রশিক্ষণ' দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের কোনো কোনো শিক্ষক ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে তিনদিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় 'গাইডবুক' নেই। কর্তৃপক্ষ বলছেন, পাঠ্যপুস্তকগুলো পড়ানোর জন্য অবশ্যই গাইডবুক (টিজি) অনুসরণ করে পড়াতে হবে, অন্যথায় ছাত্ররা সঠিকভাবে কিছুই শিখতে পারবে না। পাঠ্যপুস্তকগুলো শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্যও পুরোপুরি সহায়ক।

উপযুক্ত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ছাড়া 'কমিউনিকেটিভ' শিক্ষাদান পদ্ধতি সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক হাই স্কুল আছে, যেখানে ইংরেজি ভাষার কোনো শিক্ষকই নেই। উদ্বেগের বিষয় এই যে, মফস্বলের শিক্ষার্থীরা নতুন প্রবর্তিত এ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুই শিখতে পারছে না। ইংরেজি শিক্ষাদানের এ বেহাল অবস্থায় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে সহজিকরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল; কিন্তু বিগত সরকার পাচ বছর ধরে বৃটিশ সরকারের সহায়তা সত্ত্বেও তা করতে পারেনি।

এদিকে বৃটিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ডিএফআইডি) বলেছে, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পে আর কোনো অর্থায়ন করবে না। বাংলাদেশ সরকার কলেজ পর্যায়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করবে কি না তা এখনো জানা যায়নি। প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের দাবি করা হয়; কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণের এমন দশা বর্তমানে বিরাজমান। অতএব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং নতুন পদ্ধতি চালু করার পথ সুগম করা উচিত। এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে ইংরেজি শিক্ষাদানের বর্তমান বেহাল অবস্থা ঘোরতর হয়ে উঠবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডগুলোর অর্থায়নে শুধু মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য ১৩ দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শুরু করেছে, যা যথেষ্ট নয়। নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের চার বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেনি। ফলে কলেজগুলোতে চলছে এক চরম নৈরাজ্য ও শিক্ষাদানে অব্যবস্থাপনা। তাই প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে হলে অনতিবিলম্বে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ লব্ধ জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষক সমাজ মানবসম্পদ উন্নয়নে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

পিএইচডি গবেষক
ঢাকা ইউনিভার্সিটি